কালের কণ্ঠ

তারিখ 03 JUN 2016
পৃষ্ঠা 8

বাজেটের সঙ্গে বাড়ছে ঘাটতিও

শেখ শাফায়াত হোসেন ▷

প্রতিবছর বাজেটের আকার যেমন বাড়ছে, ঘাটতি অর্থের পরিমাণও বাড়ছে। তবে সেটা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৫ শতাংশের বেশি নয়। আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য তিন লাখ ৪০ হাজার ৬০৫ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত।

গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত বিপুল অঙ্কের এ বাজেটে দুই লাখ ৪২ হাজার ৭৫২ কোটি টাকা রাজস্ব (আয়কর, মূসক ও শুল্ক ইত্যাদি) আয় থেকে মেটানো সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন অর্থমন্ত্রী। বাকি ৯৭ হাজার ৮৫৩ কোটি টাকার বিশাল ঘাটতি দেশি-বিদেশি উৎস থেকে ঋণ নিয়ে পূরণ করবেন। যা ওই অর্থবছরের কাঙ্ক্ষিত ১৯ লাখ ৬১ হাজার ১৭ কোটি টাকার জিডিপির ৫ শতাংশ। বিদেশি অনুদান পেলে এই ঘাটতি কমে ৯২ হাজার ৩৩৭ কোটি টাকায় নেমে আসবে। জিডিপির অনুপাতে তা ৪.৭ শতাংশ।

বাজেট প্রস্তাবে ঘাটতি অর্থ সংস্থানের জন্য বিদেশি ঋণের ওপর জোর দিতে দেখা গেছে। ব্যাংকব্যবস্থার ওপরও ঝোঁক থাকছে। অনুদান ছাড়া ঘাটতির ৯৭ হাজার ৮৫৩ কোটি টাকার মধ্যে ৩৬ হাজার ৩০৫ কোটি টাকা বিদেশি উৎস থেকে ঋণ নিয়ে মেটানো হবে, যা জিডিপির ১.৯ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটে বিদেশি ঋণের যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল, তা ছিল জিডিপির ১.৮ শতাংশ এবং সংশোধিত বাজেটে অনুপাত কমে ১.৪ শতাংশ হয়।

দেশের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আসবে ৬১ হাজার ৫৪৮ কোটি টাকা, যা জিডিপির ৩.১ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের মূল ও সংশোধিত বাজেটে এই অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৩.৩ ও ৩.৬ শতাংশ। সেই হিসেবে দেখা যাচ্ছে, আগামী অর্থবছরে দেশীয় উৎসের তুলনায় বিদেশি উৎসের ঋণের দিকেই সরকারের ঝোঁক বেশি।

নতুন বাজেটে অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংকব্যবস্থা থেকে ৩৮ হাজার ৯৩৮ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। আর ব্যাংকবহির্ভূত উৎস থেকে ২২ হাজার ৬১০ কোটি টাকা নেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। এর মধ্যে সঞ্চয়পত্র থেকে নেবেন ১৯ হাজার ৬১০ কোটি টাকা এবং সঞ্চয়পত্র ছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে নেবেন তিন হাজার কোটি টাকা।

ঘাটতি অর্থায়নে বিদেশি ঋণ গ্রহণ বাড়ানোর প্রস্তাবকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'বিদেশি ঋণ বাড়লে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ এই ঋণগুলোর বেশির ভাগই আসে রেয়াতি ঋণ হিসেবে। তা ছাড়া এখন পর্যন্ত যে পরিমাণ বিদেশি ঋণ নেওয়া হয়েছে, তা খুবই সহনীয় মাত্রায় রয়েছে। তবে কথা হচ্ছে, ঋণ যেটাই নেওয়া হোক না, সেটাকে সঠিকভাবে ব্যবহারের দিকে নজর দিতে হবে।'

ব্যাংকব্যবস্থা থেকে ঋণের অনুপাত চলতি অর্থবছরের মূল বাজেট থেকে কমেছে এবং সংশোধিত বাজেটের তুলনায় বেড়েছে। চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটে ব্যাংকব্যবস্থা থেকে ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রার অনুপাত ছিল জিডিপির ২.২ শতাংশ এবং সংশোধিত বাজেটে ছিল ১.৮ শতাংশ। আগামী অর্থবছরে ব্যাংকব্যবস্থা থেকে ঋণ নেওয়ার সরকারের যে পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে তা জিডিপির ২ শতাংশ। সঞ্চয়পত্র থেকে নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অনুপাত জিডিপির ১.১ শতাংশ। যা চলতি অর্থবছরে মূল বাজেটের সমান এবং সংশোধিত বাজেটের অনুপাতের তুলনায় অনেক কম।

চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ঘাটতি অর্থায়নের সর্বশেষ তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, দেশের অভ্যন্তরীণ উৎসের ওপরই সরকারের নির্ভরশীলতা বেশি। বিদেশি উৎস থেকে যে পরিমাণ ঋণ এসেছে তার চেয়ে বেশি ঋণ এসেছে সঞ্চয়পত্র থেকে। তা ছাড়া ব্যাংক থেকে সরকার যে পরিমাণ ঋণ করেছে পরিশোধ করেছে তার চেয়ে বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হালনাগাদ করা তথ্যে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ) সরকার ব্যাংকব্যবস্থা থেকে যে পরিমাণ ঋণ করেছে তার চেয়ে বেশি ঋণ পরিশোধ করেছে। এই সময়ে সরকারের নিট ঋণ কমেছে ৯ হাজার ৭৬৩ কোটি টাকা। ব্যাংকবহির্ভূত উৎস থেকে এসেছে ২৩ হাজার ১৮০ কোটি টাকা (যদিও সঞ্চয় অধিদপ্তর থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে এপ্রিল পর্যন্ত শুধু সঞ্চয়পত্র থেকেই ২৬ হাজার ৪৯২ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে সরকার)। বিদেশি ঋণ এসেছে ১৫ হাজার ১০৩ কোটি টাকা।

চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বিদেশি ঋণ কমিয়ে সঞ্চয়পত্রের ঋণের লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। অর্থবছরের মূল বাজেটে নির্ধারিত উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় বাবদ দুই লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করলেও রাজস্ব আয় প্রত্যাশার তুলনায় কম হওয়ায় সংশোধিত বাজেটে ব্যয় কমিয়ে দুই লাখ ৬৪ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা করা হয়েছে। অনুদান ছাড়া ঘাটতি ৮৬ হাজার ৬৫৭ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮৭ হাজার ১৬৫ কোটি টাকা করা হয়। বিদেশি ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ৩০ হাজার ১৩৫ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ২৪ হাজার ৯৯০ কোটি টাকা করা হয়।

তা ছাড়া অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংকব্যবস্থা থেকে ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৮ হাজার ৫২৩ কোটি টাকা। তবে এ অর্থবছরে ব্যাংকব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণের তেমন প্রয়োজন না পড়ায় সংশোধিত বাজেটে লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে ৩১ হাজার ৬৭৫ কোটি টাকা করা হয়। চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটে ব্যাংকবহির্ভূত উৎস থেকে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৮ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে সঞ্চয়পত্র থেকে নিট ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫ হাজার কোটি টাকা। ব্যাংকবহির্ভূত 'অন্যান্য' উৎস থেকে নেওয়ার কথা ছিল তিন হাজার কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে ব্যাংকবহির্ভূত উৎসের ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ১৮ হাজার কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা করা হয়।

বছর বছর ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় সরকারের সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয়ও বেড়ে যাচ্ছে। আগামী অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবে ইতিপূর্বে নেওয়া ঋণের সুদ পরিশোধ বাবদ ৩৯ হাজার ৯৫১ কোটি টাকা ব্যয় করার পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় হচ্ছে ৩১ হাজার ৬৬৯ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৩০ হাজার ৯৭৩ কোটি টাকা, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ব্যয় হয়েছে ৩০ হাজার ৯৮৭ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ব্যয় হয়েছিল ২৩ হাজার ৯১৫ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থবছরে ব্যয় হয়েছিল ২০ হাজার ৩৫১ কোটি টাকা।

অর্থনীতির গবেষক জায়েদ বখত বলেন, বড় ঘাটতির কারণ হচ্ছে বড় বাজেট। এই ঘাটতি মেটাতে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে তেমন কোনো অসুবিধায় পড়তে হবে না। কেননা ব্যাংকে এখন অনেক অলস অর্থ পড়ে আছে। তা ছাড়া সরকার সঞ্চয়পত্রের সুদহারও কমানোর বিষয়টি তেমনভাবে ভাবছে না। কেননা সাধারণ সঞ্চয়ীদের বিনিয়োগ করার প্রায় সব রাস্তাই বন্ধ হয়ে গেছে। শেয়ারবাজারে মন্দা এবং ব্যাংকের আমানতের সুদের হারও অনেক কম।